১১৪ তম বর্ষ—৭ম সংখ্যা]

[কার্ত্তিক—১৪২৮, মূল্য—১৫·০০ টাকা

পরমহংস শ্রী১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী-প্রবর্তিত

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ

সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র

আর্য্যশাস্ত্রগহনার্থদীপকশ্চে তসস্তিমিরবারবারকঃ।
দ্যোতয়ন্ বিজয়তাং বিপশ্চিতামর্চ্চিষা হৃদয়মার্য্যদর্পণঃ॥

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের তত্ত্বাবধানে
ব্রহ্মচারিসঙ্ঘ দ্বারা পরিচালিত

—*—

সম্পাদক—স্বামী বিমলানন্দ সরস্বতী

বার্ষিক মূল্য—১৬০·০০ টাকা

REGD. NEWSPAPER **ARYADARPAN** RN. 2725/57 (OCT.-NOV.-2021)
POSTAL REGN. NO.-NPD/BKP/RNP-09/2019-2021 : **ISSN-2350-0387**
Annual Subscription—Rs. 160.00 Retail Price—Rs. 15.00

প্রতিষ্ঠা, কাঁথি শ্রীগুরুমন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও নবরূপায়ণ, রামানন্দ ভক্তনিবাস প্রতিষ্ঠা; নিগমনগর আশ্রম, জলপাইগুড়ি আশ্রম, তারাপীঠ আশ্রম, কালনা আশ্রম উন্নয়ন ও পুরুলিয়ায় আশ্রম স্থাপন ও মন্দির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কর্ম সম্পন্ন হইয়াছে। চেন্নাইতে আশ্রম উদ্বোধন, মুম্বই কার্জাদে আশ্রম উদ্দেশ্যে জমিক্রয় ইত্যাদিও তাঁহার কীর্তি। ইংরাজী, বাংলা, ওড়িয়া ভাষায় অর্ধশতাধিক গ্রন্থ রচনা, সংস্কৃতে শ্লোক ও কবিতা রচনা, নিজ জন্মভূমিতে শ্রীশ্রীসুধাংশুবালা মহিলা যোগাশ্রম নির্মাণ ও ট্রাস্টের হাতে সমর্পণ তাঁহাকে স্মরণে রাখিবে। তিনি ভক্তসম্মিলনী অনুষ্ঠানের নবরূপদান করিয়াছেন। বাংলাদেশেও তাঁহার অনুপ্রেরণায় বগুড়ায় নূতন সুউচ্চ আসন মন্দির, সুন্দর নাটমন্দির, ভক্তনিবাস নির্মাণ, আশ্রমের জমি সংরক্ষণের জন্য প্রাচীরনির্মাণ, রাজপুরে ঠাকুরের নূতন আসনমন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সুসম্পন্ন হইয়াছে। সন্ন্যাসীরূপে শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত চারিধাম পরিক্রমাও সমাপ্ত করিয়াছেন। মঠাশ্রমের একমাত্র দীক্ষাচার্যও ছিলেন তিনি।

শেষদিকে বিশ্রামহীন নিরলস কর্মের পরিণতিতে ও সঙ্ঘপরিক্রমায় তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। তিনি আর্যদর্পণের সম্পাদনা কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও নিত্যনূতন গ্রন্থ রচনায় মগ্ন থাকেন। তাঁহার রচিত জ্ঞানচক্র (ব্যাখ্যা), নিগম-বাণী ভাষ্য (৪ খণ্ড), দময়ন্তী ও সুধাংশুবালা কাব্য (বাংলা ও ওড়িয়া) স্মৃতির সাগরতীরে উপন্যাস (বাংলা ও ওড়িয়া), শ্রীমৎ ভগবদ্‌গীতার জ্ঞানসুধা ভাষ্য, স্বামী পূর্ণানন্দ (জীবনী); আত্মজীবনী আত্মায়ন (২খণ্ড), কবিতাবল্লরী, ঋষি নিগমানন্দ (নাটক, ওড়িয়া), বিভিন্ন উপদেশবাণী সম্বলিত গ্রন্থ, চতুরাশ্রম অবলম্বনে গ্রন্থ ইত্যাদি সারস্বত জগৎকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

বিগত দুইবৎসর ধরিয়া কিড্‌নী, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের সমস্যায় তিনি ভুগিতে থাকেন, কখনও কটক মেডিকেল কলেজে, কখনও নাইটিঙ্গেল নার্সিং হোমে, কখনও অ্যাপোলো হসপিটালে চিকিৎসা করাইতেন। শেষে পূজার সময় হইতে শ্বাসকষ্টে ভুগিতে ছিলেন। মঠে ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। তাহাতেও বৃদ্ধি পাওয়ায় ফর্টিস হাসপাতালে ভর্তি হইতে হয়। সেখানে অক্সিজেন লেভেল কমিয়া যাওয়ায় তিনি মঠে চলিয়া আসিতে নাছোড়বান্দা হওয়ায় ৮ই নভেম্বর হাসপাতাল হইতে ছুটি করাইয়া লওয়া হয়। মঠে আসার পথে তাঁহার জীবনাবসান ঘটে।

তাঁহার মহাপ্রয়াণে সারস্বত মঠ ও আশ্রমসমূহের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হইল। তাঁহার স্মরণে আর্যদর্পণের আগামী মাঘ সংখ্যা "শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ-স্মৃতি সংখ্যা" রূপে প্রকাশিত হইবে।

তাঁহার প্রয়াণে ট্রাষ্টীগণ তাঁহার নির্বাচিত শ্রীমৎ স্বামী ব্রজেশানন্দ সরস্বতী মহারাজকে অস্থায়ী মোহান্তরূপে নিযুক্ত করেন ও স্থায়ী মোহান্ত নিয়োগের উদ্দেশ্যে ট্রাষ্টসভার অধিবেশন আহ্বানের জন্য ভারার্পণ করেন।

পরলোকে স্বামী বিপুলানন্দ সরস্বতী

বিগত ২৩শে ভাদ্র ১৪২৮, ইং ৯ই সেপ্টেম্বর ২০২১, বৃহস্পতিবার পূর্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে তারাপীঠ শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-সিদ্ধপীঠের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিপুলানন্দ সরস্বতী মহারাজ ৭২ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরিয়া রক্তশর্করা রোগে ভুগিতেছিলেন, এবং ইহা অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার প্রয়াণ ঘটে।

তাঁহার পূর্বাশ্রম কুচবিহার জেলার বুড়ির হাট গ্রামে। পিতা ব্রজেশ্বর সাহা, মাতা সরস্বতী সাহা। তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই হালিসহর মঠে সেবকরূপে যোগদান করেন ও স্বামী নিত্যানন্দজীর নিকট মাত্রীদীক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রচারবিভাগের কর্মী হিসাবে কাজ করিতে থাকেন, উদ্যান পরিচর্যায় তিনি কুশল ছিলেন। বড়জিঙ্গল আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী হরিহরানন্দ মহারাজের প্রয়োজনে তথায় সেবক রূপে যোগদান করেন, পরে তাঁহাকে তারাপীঠ আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করা হয়। বয়োধিক্য বশতঃ কর্মে শিথিলতা আসায় তাঁহাকে জলপাইগুড়ি আশ্রমে প্রেরণ করা হয়। তাঁহার হস্তাক্ষর ছিল মুদ্রিত অক্ষরের মত, ধীর স্থির শান্ত সন্ন্যাসী একাকী তারাপীঠ আশ্রম দীর্ঘদিন পরিচালনা করিয়াছেন। তিনি স্বামী নিত্যানন্দজীর নিকট ব্রহ্মচর্য সংস্কার ও সদ্যপ্রাক্তন মোহান্ত শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস সংস্কার লইয়াছিলেন। তাঁহার প্রয়াণে আমরা বেদনাহত, ও শ্রীশ্রীঠাকুরচরণে তাঁহার আত্মার শান্তি ও কল্যাণ কামনা করি।

———

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের পক্ষে শ্রীমৎ স্বামী তারানন্দ সরস্বতী কর্তৃক যোগমায়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীমৎ স্বামী বিমলানন্দ সরস্বতী।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

আমি যখন গুরুর অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিলাম, তখন যে কত বিড়ম্বনা ভোগ করেছি তা তোমরা জানই, কিন্তু আমি যখন সদ্‌গুরু লাভ করলাম, তখন বুঝলাম যে ভগবান্‌কে লাভ করার মত সহজ বস্তু আর কিছু নাই।...আমি জেনেছি যে ভগবান্‌কে লাভ করা খুব সহজ। বিদ্যালাভ ক'রে ধন উপার্জ্জন করতে হলে বুদ্ধি এবং প্রতিভার দরকার। ব্যবসা করতে হলে মূলধন আবশ্যক। কিন্তু গুরুনির্ভরশীল ব্যক্তির বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা, দেহের বল, এ-সব কিছু না থাকলেও সে ভগবানকে লাভ করতে পারে।

—*শ্রীনিগমানন্দ*

-ঃ সূচী ঃ-

কালী অনুধ্যান : সম্পাদকীয় — ১৯৩
প্রাণের মানুষটারে (কবিতা) : শ্রীতপনকুমার ভট্টাচার্য — ১৯৫
বিধি-উপদেশ বাণী (৩৬) : স্বামী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী — ১৯৬
মহাভারতে ধর্ম-ধর্মপুত্র প্রশ্নোত্তরে মানবতাবাদ : শ্রীপার্থসারথি অধিকারী — ১৯৭
অভিলাষ (কবিতা) : শ্রীরাজকুমার পণ্ডা — ১৯৯
সদ্‌গুরু নিগমানন্দ দেবের তন্ত্রসাধনা : শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী কর — ২০০
রাস সর্বরসসার (কবিতা) : শ্রীঅতুল বিশ্বাস, কবিমধুকর — ২০৪
শিষ্য-ভক্তদের অধিকার ও কর্ত্তব্য প্রসঙ্গে : শ্রীমলয়শঙ্কর প্রামাণিক — ২০৪
রাসলীলা (কবিতা) : শ্রীকালীকৃষ্ণ সুর — ২০৭
মদনকে ভূতে পেয়েছে : শ্রীরঞ্জন পাঠক — ২০৮
জননী জায়া ও কন্যা (কবিতা) : শ্রীশ্যামলকুমার শর্মা — ২১১
ছান্দোগ্যোপনিষৎ : শ্রীমৎ অনির্বাণ — ২১১
শ্যামা-সঙ্গীত (গান) : দুলাল আচার্য — ২১৫
শ্রীমদ্ ভাগবত আখ্যান (৮১) : শ্রীঅলোক মৈত্র — ২১৬
পুরাণ-কথা—পুরাণো কথা (৯১) : ডঃ শ্যামল ভট্টাচার্য — ২২০
সংবাদ ও মন্তব্য — ২২৪ (ক)

———

-ঃ আর্য্যদর্পণের নিয়মাবলী ঃ-

আর্য্যদর্পণে সনাতন ভাবানুকূল ধর্ম, নীতি ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকার অবান্তর আলোচনা ইহাতে স্থান পায় না। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৬০·০০ টাকা মাত্র। বাংলাদেশের গ্রাহকগণের ক্ষেত্রে ৬৮০·০০ টাকা। বিদেশের গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ১২০০.০০ টাকা বা ১৮ ডলার। দীর্ঘকালীন (২৫ বৎসরের জন্য কেবলমাত্র ভারতবর্ষে) সদস্য চাঁদা ৪০০০·০০ টাকা। নমুনার জন্য ২০·০০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। বৈশাখে বর্ষারম্ভ। বৈশাখ মাসের পর গ্রাহক হইতে হইলে বার্ষিক মূল্য ১৮৫·০০ টাকা অবশ্য প্রেরিতব্য। **চেক, ড্রাফ্‌ট বা মানি ট্রান্সফার গ্রাহ্য নহে।** বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলেও বর্ষারম্ভ হইতে পত্রিকা লইতে হয়। তবে কোন মাসের পত্রিকা ফুরাইয়া গেলে তাহা পাওয়া যাইবে না।

কার্যাধ্যক্ষ—আর্যদর্পণ

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, পোঃ হালিসহর, উঃ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩১৩৪।
ফোন ঃ ৯৮৩০৭ ৪২৬৯৬ (সকাল ১০-৩০ মিঃ হইতে বৈকাল ৫টা)
Email–absmath.halisahar@gmail.com. Website:www.absmath.halisahar.org.

সারস্বত মঠে দীক্ষাদানের তারিখসমূহ

(১) ২০শে অগ্রহায়ণ ১৪২৮, ইং ৭ই ডিসেম্বর, ২০২১, মঙ্গলবার। শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোধান তিথি। সকাল ৭ ঘটিকায়।
(২) ১৩ই পৌষ ১৪২৮, ইং ২৯শে ডিসেম্বর, ২০২১, বুধবার। সকাল ৭ ঘটিকায়।
(৩) ২৯শে পৌষ ১৪২৮, ইং ১৪ই জানুয়ারী ২০২২, শুক্রবার। মকর সংক্রান্তি। সকাল ৭ ঘটিকায়।

সারস্বত মঠাশ্রমে প্রতিপালনীয় তিথি

(১) প্রাক্তন মোহান্ত বেদান্তাচার্য শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজের ১১৬তম বার্ষিক আবির্ভাব দিবস—২৯শে পৌষ ১৪২৮, ইং ১৪ই জানুয়ারী ২০২২, শুক্রবার। ঐ আবির্ভাব তিথি—৭ই মাঘ, ইং ২১শে জানুয়ারী, শুক্রবার।
(২) শ্রীশ্রীসরস্বতী অর্চনা—২২শে মাঘ, ইং ৫ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার। শ্রীপঞ্চমী।

মহাভারতে ধর্ম-ধর্মপুত্র প্রশ্নোত্তরে মানবতাবাদ

[শ্রীপার্থসারথি অধিকারী]

মহাভারতে এমন অনেক গভীর বিষয় আছে, যা আমরা নতুন করে ভাবি না বা অনুসন্ধান করি না। মূল সংস্কৃত মহাভারত না পড়লে বা এই মূল মহাভারতের যে সকল টীকা আজও প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিশ্বখ্যাত সংস্থায় যথা এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভতি স্থানে সংরক্ষিত আছে, তা সর্ব সাধারণের বা অনুসন্ধিৎসু গবেষকদেরও চোখ এড়িয়ে যায়।

এ যাবৎ যে সকল টীকা (প্রাচীন পণ্ডিতদের) আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তা হল, দেবস্বামী, বৈশম্পায়ন প্রভৃতি অতি অতি প্রাচীন প্রাচীন পণ্ডিতদের হস্তলিখিত পুঁথি এবং পরবর্ত্তীকালে তার কিছু কিছু আমরা মুদ্রিত অবস্থায় পাই। সেসব বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে, ভাণ্ডারকার অরিয়েন্টাল ইন্স্‌টিটিউট প্রভৃতি স্থানে সংরক্ষিত আছে। অর্জুন মিশ্রের ভারতার্থ দীপিকা, চতুর্ভুজ মিশ্রের জ্ঞান দীপিকা, শ্রীনিবাসাচার্যের টীকা, রামানুজের ব্যাখ্যাপ্রদীপ, (মহাভারত তিলক, মহাভারত নির্বচন নামের দুটি হস্তলিখিত পুঁথি যাতে গ্রন্থকর্তার নাম নেই), সাম্প্রতিক কালের টীকা পদ্মভূষণ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের ভারতকৌমুদী। তবে তিনি আরও একটি টীকা পাশাপাশি তার গ্রন্থে দিয়ে গেছেন তা হল ভারতভাবদীপঃ। সম্প্রতি মূল মহাভারত সহ এই দুটি টীকা সম্বলিত, বৃহদাকার মোট ৪৩টি খণ্ডে বিশ্ববাণী প্রকাশনী কলিকাতা প্রকাশ করেছে।

ভারতবর্ষে অনেক ভাষাতেই এই মহাভারতের ভাবানুবাদ হয়েছে, যেমন বঙ্গদেশে কাশীরাম দাস কৃত বাংলা মহাভারত। পরবর্ত্তীকালে অনুবাদিত মহাভারতগুলির মধ্যে বহুক্ষেত্রেই গভীর গূঢ়ার্থপূর্ণ শ্লোকরাজির বর্জন করা হয়েছে। যেমন মহাভারতের ব্যাসকূটগুলি, মহাভারতের অন্তর্গত (ভীষ্মপর্বে) শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার তাত্ত্বিক আলোচনা ইত্যাদি। সেইরকমই মহাভারতের মধ্যে বনপর্বে বকরূপী ধর্ম (পরে তিনি নিজেকে যক্ষ বলে পরিচয় দিয়েছেন এবং তালবৃক্ষ প্রমাণ একপাদ বকরূপে দেখা দিয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরকে)। এই একপাদ বক (একপায়ে দাঁড়িয়ে) যে সকল প্রশ্নগুলি যুধিষ্ঠিরকে করেছিলেন তা ভারতীয় দর্শন সম্মত চুম্বকপ্রশ্ন। কাশীরাম দাসের বাংলা মহাভারতে মাত্র ৪টি প্রশ্নের কথা আছে, কিন্তু মূল সংস্কৃত মহাভারতে দেখা যায় শতাধিক প্রশ্ন করেছেন বকরূপী ধর্ম, ধর্মপুত্রকে। অন্যান্য মূল মহাভারতে (বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত) সাকুল্যে ১৬৬টি প্রশ্ন দৃষ্ট হয়। যেন গুরু শিষ্যকে প্রশ্ন করছেন, আর শিষ্য উত্তর দিচ্ছেন, যা আমরা ভারতীয় দর্শনপ্রস্থানগুলিতে দেখি। অধিকাংশ উপনিষদগুলি গুরুশিষ্যের কথোপকথন। যেমন কেন উপনিষদ, কঠ উপনিষদ, প্রশ্নোপনিষদ ইত্যাদি।

এখানেও সেই একই পরম্পরা ধর্ম আর ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন।

"বিরূপাক্ষং মহাকায়ং যক্ষং তালসমুচ্ছ্রয়ম্....."৩৩/ বনপর্ব, সেই বিশালকায় তালবৃক্ষসমান যক্ষকে দেখে যুধিষ্ঠির তার ভ্রাতাদের মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করলে, সেই বক বললো আমার অধিকৃত সরোবরে সম্মতি না নিয়ে জল পানে অগ্রসর হওয়ায় আমি তাদের মৃত্যু দিয়েছি।

তুমিও জলপানে উদ্যত হলে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। আমার প্রশ্নাবলীর যথাযথ উত্তরদানে সক্ষম হলে তবেই জল পান ও গ্রহণ করতে পার। উক্ত প্রশ্নগুলির আমি কতিপয় এখানে উপস্থাপন করছি।

১। মানুষ কি প্রকারে ব্রহ্মলাভ করে—"কেন স্বিদ্ বিন্দতে মহৎ".....৪/বন, যুধিষ্ঠির বলেছেন—

সেই মহৎ হল ব্রহ্ম, যা "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" (উপনিষদ)—তা বিশাল আবার ক্ষুদ্রতম সত্তা। তাকে লাভ করতে হলে শম, দম, ত্যাগ, কর্ম ও সবের মধ্য দিয়ে লাভ সম্ভব।

কে সূর্য্যকে উচ্চে রেখেছে? (১ম. প্রশ্ন) (নীলকণ্ঠ বলেছেন এখানে আত্মার কথা বলতে চেয়েছেন বক।) তিনি বলেছেন আত্মাই সূর্য্যকে উচ্চে স্থাপন করেছে।

২। কিমেকং যজ্ঞিং সাম, কিমেকং যজ্ঞিং যজু...৪৮/বন, যজ্ঞের সামই বা কি, যজুই বা কি?

৩। কিং স্বিদ্ গুরুতমং ভূমেঃ...৫৩/বন, এই পৃথিবীতে গুরুতর কি? এর উত্তরে বলেছেন—মাতা এই পৃথিবীতে গুরুতর।

৪। কিং স্বিদ্ ধর্মং সনাতনম্.....৫৯/বন, ধর্ম সনাতন কি? সত্য রক্ষাই হল সনাতন ধর্ম। ৫। কিং স্বিদ্ আত্মা মনুষ্যস্য.....৬৫/বন, মানুষের আত্মা কি? ৬। কেন স্বিদ্ আবৃতঃ লোকঃ.....৭৫/বন, কিসের দ্বারা এই দৃশ্য জগৎ আবৃত? ৭। কা দিক্.....৭৯/বন, দিকই বা কি? ৮। কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং.....৮১/বন, বার্ত্তা কি, আশ্চর্যই বা কি? ৯। অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্, শেষাঃ